ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের কার্যাবলী।

ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ । এ বিভাগের দু'টি প্রধান শাখা রয়েছে- ক্রয় ও সংরক্ষণ শাখা। কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম এ বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। আবার কর্তৃপক্ষের ক্রয়ের মাধ্যমে মজুদকৃত ও অকেজো ঘোষণাকৃত মালামাল গুদামে সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন বিভাগের চাহিদানুযায়ী গুদামে মজুদ থাকা সাপেক্ষে তা বিতরণ করা হয়ে থাকে।

এ বিভাগের অনুমোদিত জনবল ৮০ ও বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৪৫ জন। নারায়ণগঞ্জের খানপুর, কেন্দ্রীয় গুদামসহ ঢাকা ও বরিশালে এ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তিনটি স্থানে গুদাম রয়েছে, যথাঃ-

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় গুদাম;

(খ) নারায়ণগঞ্জ খাণপুর গুদাম;

(গ) বরিশাল গুদাম।

ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

ক্রয় শাখাঃ

১। কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগের সব ধরনের মালামাল যথাঃ-কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, স্টেশনারী, মেশিনারী, প্রিন্টিং এবং ফার্নিচার ইত্যাদি মালামাল ক্রয় করা হয়ে থাকে ;

২। বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের প্রাপ্যযোগ্য কর্মচারীদের জুতা, ছাতা, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও কারিগরী কর্মচারীদের ওয়ার্কিং ইউনিফরম ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রতি ২ বছরে একবার গ্রীষ্মকালীন এবং প্রতি ৪ বছরে একবার শীত কালীন পোষাক সরবরাহ করা হয়। জুতা-মোজা এবং ছাতা প্রতি বছরে একবার প্রদান করা হয়।

৩। বৎসর ভিত্তিক সাধারণ সরবরাহকারী ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠান সমূহের নতুন তালিকাভূক্তি ও নবায়ন করা হয়।

সংরক্ষণ শাখা ঃ

১। ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামাল ছাড়াও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামাল শাখা ভিত্তিক সংরক্ষণ করা হয়। যেমন ঃ জাহাজ ও ড্রেজারের খুচরা যন্ত্রাংশ, বয়া, বিকন, চেইন, এফএস ওয়ার, ড্রেজারের ব্যবহারিক মালামাল এবং গ্রীজ ইত্যাদি।

২। ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ গুদামে রক্ষিত সকল ধরনের মালামাল শুচারুভাবে সংরক্ষণ করে এবং মালামালের ক্ষয়ক্ষতি/ড্যামেজ, ওভারস্টকিং ইত্যাদি রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ;

৩। প্রতিটি গুদামে রক্ষিত মালামালের বার্ষিক ইনভেন্টরী কার্যক্রম যথাসময়ে আলাদা আলাদা ভাবে সম্পন্ন করণ, ইনভেন্টরী কার্যক্রম সম্পাদনের পর ওটিআর/অবসোলিট মালামাল উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে অপসারনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে;

কেন্দ্রীয় গুদাম, ঢাকা ঃ

বর্তমানে কেন্দ্রীয় গুদামে গোডাউনের সংখ্যা ৩টি। একটিতে ষ্টেশনারী মালামাল, পোশাক-পরিচ্ছদ, ছাতা-জুতা, দ্বিতীয়টিতে প্রিন্টিং মালামাল এবং তৃতীয়টিতে ওটিআর মালামাল রয়েছে।

খানপুর গুদাম, নারায়ণগঞ্জ ঃ

খানপুর গুদাম, নারায়ণগঞ্জে ০৬(ছয়)টি গোডাউন রয়েছে। তন্মধ্যে ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং গোডাউন ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অপর ২টি গুদাম বন্দর বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

গোডাউন নং-৩ এ নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের ভারী মালামাল যথা-চেইন, এ্যাংকর, এম.এস প্লেট, ইঞ্জিন, এফ. এস তার ও উদ্ধারকারী জাহাজের নাইলন রশিসহ মোট ২৫৩ আইটেমের মালামাল মজুদ রয়েছে।
গোডাউন নং-৪ এ নৌ-মেরামত কেন্দ্রের খুচরা যন্ত্রাংশ, উদ্ধারকারী জাহাজের মালামাল এবং নৌ-সওপ বিভাগের বিভিন্ন মালামালের ২০১৭টি আইটেম রয়েছে।

গোডাউন নং-৬-এ ড্রেজিং বিভাগের ড্রেজারের ভারী যন্ত্রাংশ, লুব অয়েল ও বিভিন্ন ড্রেজারের খুচরা যন্ত্রাংশসহ মোট ১৯৩৯টি আইটেমের মালামাল মজুদ রয়েছে।

গোডাউন নং-৭ এর একাংশে ২০৭টি ওটিআর মালামাল মজুদ রয়েছে। অপরাংশে এফ এস তার সহ ড্রেজার ও উদ্ধারকারী জাহাজের ভারী মালামাল চেইনসহ ৪৫৩টি আইটেমের মালামাল মজুদ রয়েছে। উক্ত মজুদকৃত মালামাল ২৯টি লেজারের মাধ্যমে আগমন ও নির্গমণ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের মালামালের জন্য ৪টি লেজার, নারায়ণগঞ্জের ড্রেজার বেইজের জন্য ১২টি ও নৌ-মেরামত কেন্দ্র (Fleet Repair Base) এর জন্য ১৩টি লেজার ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রতিদিনের মালামাল আগমন-নির্গমণের জন্য লেজারে এন্ট্রিকৃত মালামাল সমূহ নারায়ণগঞ্জের কম্পিউটারেও এন্ট্রি করা হয়, যা কম্পিউটারে মালামালসমূহের হিসাব প্রতিফলিত হয়।

বরিশাল গুদাম, বরিশাল ঃ

বরিশালে ৪টি গোডাউন রয়েছে। যথা-১, ২, ৩ ও ৪ নং গোডাউন। তন্মধ্যে ১ ও ৪নং নৌ-কারখানা স্টোর। ড্রেজার স্টোর ও ফ্লিট স্টোরের নম্বর লিপিবদ্ধ নেই।
ড্রেজার স্টোর ঃ ৩২৭টি আইটেম মালামাল বিভিন্ন জাহাজের স্পেয়ার পার্টস মজুদ রয়েছে।
ফ্লিট স্টোর ঃ বিভিন্ন জাহাজের স্পেয়ার পার্টস ৬৮৩টি আইটেম মালামাল মজুদ রয়েছে।
গোডাউন নং-১ ঃ ১নং গোডাউনে নৌ-কারখানা গুদামের ৭৪টি আইটেম হার্ডওয়ার, ইলেকট্রিক, ফ্লোটিং ডক, ভিসি-২১ এবং নৌ-বাতির ৭৭টি আইটেম মালামাল মজুদ রয়েছে।
গোডাউন নং-৪ ঃ ৪ নং গোডাউনটিতে নৌ-কারখানার ৫টি আইটেম মালামাল মজুদ রয়েছে।

গোডাউন নং-২ ও ৩ ঃ নৌ-কারখানার ২নং গোডাউনটি অর্ধবৃত্তাকার ও সম্পূর্ণ টিনের তৈরী ৪নং গোডাউনের মতো। বর্তমানে উক্ত গুদামটি সম্পূর্ণ খালি অবস্থায় রয়েছে। নৌ-কারখানার ৩নং গোডাউনটি ২নং ও ৪নং গোডাউনের মাঝখানে খালি জায়গায় (২০ বছর পূর্বে ইহা নৌ-কারখানার ৩নং গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হতো)।

৪। কর্তৃপক্ষের গুদামে রক্ষিত মালামালসমূহের নিরাপত্তা সঠিকভাবে নিশ্চিত করা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় গুদাম, বরিশাল গুদাম কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত প্রহরী দ্বারা এবং খানপুর গুদাম কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত প্রহরী ও আনসার দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

প্রশাসন শাখা ঃ

উক্ত শাখার কাজ মন্ত্রনালয়/কর্তৃপক্ষের মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন, অডিট আপত্তির জবাব প্রদান, ডাটা বেইজ তৈরীর তথ্য/উপাত্ত সরবরাহকরণ, ইয়ার বুক তৈরীর তথ্য/উপাত্ত সরবরাহকরণ, বেতন ভাতাদির বাজেট প্রস্তুতকরণ, সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড নির্ধারন, বিধি বর্হিভূত কার্যক্রমের জন্য প্রচলিত বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন। এছাড়া অফিস সরঞ্জাম/আসবাবপত্র মেরামত এর কাজও করা হয়ে থাকে। বর্ণিত কার্যক্রম সারা বছর ধরে চলতে থাকে।